যুগান্তর

তারিখ 15 JUN 2015
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

কোয়ালিটি এসিউরেন্স মেকানিজম প্রতিষ্ঠা

২১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ইউজিসির চুক্তি

যুগান্তর রিপোর্ট

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোয়ালিটি এসিউরেন্স মেকানিজম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশের ২১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার ইউজিসি অডিটোরিয়ামে এই চুক্তি স্বাক্ষর কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ২১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট উপপ্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে ৪২ কোটি টাকা। এরমধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে দেয়া হবে ৪ কোটি ২৮ লাখ ৫৮ হাজার ৪০০ টাকা। ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নানের সভাপতিত্বে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা সচিব মো. নজরুল ইসলাম খান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সিনিয়র অপারেশনস অফিসার ড. মোখলেছুর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্পের (হেকেপ) প্রকল্প পরিচালক ড. গৌরঙ্গ চন্দ্র মোহন্ত। ইউজিসির পক্ষে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন ইউজিসি সচিব ড. মো. খালেদ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে স্বাক্ষর করেন ভিসি অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউশনাল কোয়ালিটি এসিরেন্স সেলের (আইকিউএসি) পক্ষে স্বাক্ষর করেন আইকিউএসির ডাইরেক্টর বিএসএমএমইউর চক্ষু বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মো. শফিকুল ইসলাম।

যে ২১টি বিশ্ববিদ্যালয় চুক্তি স্বাক্ষর করে তা হল— বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, গণবিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি, ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, নর্দান ইউনিভার্সিটি, ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া পাসেফিক এবং ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি। ইউজিসি সচিব তার বক্তব্যে বলেন, সুপার নলেজ সোসাইটিতে প্রবেশের জন্য উচ্চশিক্ষা জরুরি। এজন্য শিক্ষায় গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হবে। তিনি উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে শিক্ষার গুণগতমান বজায় রাখতে ইনোভেটর, রিসার্চার এবং এন্টারপ্রেনিউর তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।